মেডিকেলে ভর্তি: মুক্তিযোদ্ধা কোটায় পাশ হওয়া ১৯৩ জনের ফলাফল স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার

প্রকাশিত: ১৯:৪৯, ২০ জানুয়ারি ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত।

গত রবিবার এমবিবিএস ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, পাস করেছে ৬০ হাজার ৯৫ জন। এদের মধ্যে ছেলে ২২ হাজার ১৫৯ জন আর মেয়ে ৩৭ হাজার ৯৩৬ জন। এদের মধ্যে আবার ১৯৩ জন পাস করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায়। আর এই নিয়েই তৈরি হয় বিতর্ক।

UNIBOTS

এদের ফলাফল বাতিল করার দাবিতে সোমবার দিনভর শাহবাগে আন্দোলন করে সাধারণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। এক পর্যায়ে সন্ধ্যার দিকে সরকার বাধ্য হয় এই ১৯৩ জনের ফলাফল স্থগিত করতে। আগামী ২৯ জানুয়ারী যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক রুবীনা ইয়াসমীন বলেছেন, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় পাস করা ১৯৩ জনের যাচাই-বাছাই ২৯ জানুয়ারির মধ্যে, সে পর্যন্ত তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা তাদের কাগজপত্র যাচাই করব। সেজন্য কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। ২৭, ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি- এই তিনদিন তারা সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে মন্ত্রণালয়ে আসবে। সন্তান ছাড়া অন্য কেউ এই তালিকায় রয়ে গেছে কি না তা আমরা যাচাই করব। যদি সন্তান ছাড়া অন্য কেউ লিস্টে থাকে, তাহলে তার স্থান পাওয়ার কোনো সুযোগই না। এটা প্রাথমিক ফলাফল। সবকিছু ফাইনাল হবে কাগজপত্র দেখার পর। অন্য সময় মুক্তিযোদ্ধা কোটার কাগজপত্র যাচাইবাছাই হয় সংশ্লিষ্ট কলেজে, এবার কলেজে যাওয়ার সুযোগ নেই। স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরে আসেন, সেখানে কমিটি করে দিয়েছি। তারা তিনদিন বসবে, বসে সবকিছু যাচাই করবে।

রবিবার প্রকাশিত ফলাফলের বিশ্লেষনে দেখা যায়, দেশের ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে ৫ হাজার ৩৭২ জন নির্বাচিত হয়, যাদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ১৯৩ জন রয়েছেন। কম নম্বর পেয়েও ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন-এমন যুক্তি দিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র সমালোচনা। প্রকাশিত ফলকে ‘বৈষম্যমূলক’ দাবি করে গত রবিবার রাত থেকেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষোভ দেখান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের একদল শিক্ষার্থী। তারা ফল বাতিলের দাবিও তোলেন। বিক্ষোভ চলে সোমবার সারাদিনও। আন্দোলনকারীদের অবস্থানের কারণে দিনভর ওই এলাকায় যান চলাচলে তৈরি হয় স্থবিরতা। এসময় বিক্ষোভকারীরা ‘অবিলম্বে ফলাফল বাতিল করো করতে হবে’, ‘কোটা না মেধা-মেধা মেধা’, ‘মেডিকেলের ফলাফল-পুনঃপ্রকাশ করতে হবে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে নিটোরের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইদ্রিস আলী বলেন, আমার একজন ছেলে বা মেয়ে ৭৩ পেয়েও মেডিকেলে চান্স পাচ্ছে না অথচ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৩৬ বা ৩৭ পেয়েও চান্স পেয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত বাংলাদেশে কেন এই বৈষম্য থাকবে। আমরা এই ফল মানি না।

এর আগে, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কোটা পদ্ধতি রাখার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। ১৯ জানুয়ারি রাত ১১টার দিকে হলপাড়া থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এরপর ভিসি চত্বর ও টিএসসি হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন বিক্ষোভকারীরা। এসময় তারা কোটাবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন।

অন্যদিকে, ১৯ জানুয়ারি রাত ১০টায় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কোটা পদ্ধতি বহাল রাখার প্রতিবাদে ঢাকা কলেজে বিক্ষোভ মিছিল করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঢাকা কলেজ শাখার

আহ্বায়ক আফজাল হোসেন বলেন, আজকে মেডিকেলের রেজাল্ট পাবলিশ করেছে। ফেসিস্ট সরকারের মতো ছাত্রজনতার সরকারও সেই কোটা বহাল রেখেছে। মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় অনেকে ৪১ পেয়ে চান্স পেয়েছে অথচ ৭৫ নম্বর পেয়েও চান্স হয়নি। অন্তর্র্বতী সরকারের কাছে আমাদের দাবি অতি শিগগিরই এই কোটা প্রথা বাতিল করা হোক। নতুন করে ফলাফল প্রকাশ করা হোক সেখানে যেন কোনো কোটা না থাকে।

এদিকে সোমবার দুপুরে ঢাকার একটি হোটেলে এ প্রসঙ্গে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ডা. সায়েদুর রহমান। তিনি বলেন, কোটা বাতিলের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আদালত থেকে যে রায় দেওয়া হয়েছিল, সেখানে মূল পরিবর্তন হলো- নাতি-নাতনির পরিবর্তে সন্তানের কথা বলা হয়েছে। অতএব কোটার বিষয়টিতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত। এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষাও প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী হয়েছে। তার পরও এটা যাচাই-বাছাই করা হবে।

বিশেষ সহকারী সায়েদুর বলেন, ভর্তির জন্য নির্বাচিতদের মধ্যে ১৯৩ জনের মধ্যে খুবই আনইউজুয়াল হবে, যাদের বয়স ৬৭-৬৮ এবং যাদের সন্তান থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। সেখানে যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে সেটা দেখা হবে। এমবিবিএস পরীক্ষায় মূল কোটা থাকবে কি থাকবে না- এই নীতিগত সিদ্ধান্তটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নয়, এটি রাষ্ট্রের। আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি বিষয়টি যাচাই করা হবে।

এ বিষয়ে একই দিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মেডিকেল কলেজ ২০২৪-২৫ সালের এম.বি.বি.এস. ভর্তি কার্যক্রম মুক্তিযোদ্ধা কোটা বিদ্যমান বিধি অনুসারে শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরাঙ্গনাদের সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাদের নাতি নাতনী বা অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হবে না। এই কোটার অধীনে সংরক্ষিত ২৬৯টি আসনের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৩ জন প্রার্থী পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৭৬ টি আসন ইতোমধ্যেই মেধা তালিকা থেকে পূরণ করা হয়েছে। এই কোটায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১৯৩ জনের পিতা-মাতার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র, নিজের জন্মনিবন্ধন সনদসহ যাবতীয় প্রমাণাদি ও একাডেমিক সার্টিফিকেট নিয়ে আগামী ২৯ জানুয়ারীর মধ্যে মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পুরাতন ভবনের দোতালায় অবস্থিত মেডিকেল এডুকেশ শাখায় উপস্থিত হয়ে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় কোনো ভুল বা অসত্য তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর ভর্তি বাতিল হবে এবং মেধা তালিকা থেকে সেই শূন্য আসন পূর্ণ করা হবে। এই যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই ১৯৩ জনের ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। অবশিষ্টদের ভর্তিসহ মেডিকেল কলেজের অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি চালু থাকবে।

নুসরাত